জেলা বুলেটিন

তারিখ: ১৬ জানুয়ারী ২০২২

আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন জেলা: ফরিদপুর

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : **১৬.০১.২০২২** বুলেটিন নং **৩১৮**	**১৬.০১.২০২২** থেকে **২০.০১.২০২২** পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত **৪** দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি **১২.০১.২০২২** থেকে **১৫.০১.২০২২** তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ**(**প্যারামিটার**)**	১২.০১.২০২২	১৩.০১.২০২২	১৪.০১.২০২২	১৫.০১.২০২২	সীমা
বৃষ্টিপাত **(**মি.মি**)**	০.০	০.০	১.০	০.০	০.০-১.০ (১.০)
র্সবোচ্চ তাপমাত্রা **(**ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড**)**	২৩.৬	২৫.৩	২০.৭	২৫.১	২০.৭-২৫.৩
র্সবনিমণ তাপমাত্রা **(**ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড**)**	১৭.৬	১৬.৭	১৫.৮	১৫.৪	১৫.৪-১৭.৬
আপেক্ষিক র্আদ্রতা **(**শতকরা**)**	৬৮.০-৯৮.০	৫৮.০-৯৪.০	৬৮.০-৯৪.০	৫৯.০-৯১.০	৫৮.০-৯৮.০
বাতাসের গতিবেগ **(**কিমি**/** ঘন্টা**)**	০.৫	১.৯	১.২	০.৯	০.৫-১.৯
বাতাসের দিক	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম
মেঘের পরিমান **(**অক্টা**)**	৬	৩	৭	৩	২.৫-৭.৩

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী **৫** দিনের আবহাওয়ার র্পূবাভাস **১৬.০১.২০২২** থেকে **২০.০১.২০২২** তারিখ র্পযন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ**(**প্যারামিটার**)**	সীমা
বৃষ্টিপাত **(**মিমি**)**	০.০-০.০ (০.০)
র্সবোচ্চ তাপমাত্রা **(**ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড**)**	২৪.০-২৫.৫
র্সবনিমণ তাপমাত্রা **(**ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড**)**	১০.০-১১.৮
আপেক্ষিক র্আদ্রতা **(**শতকরা**)**	৪০.৯-৬০.৪
বাতাসের গতিবেগ **(**কিমি**/** ঘন্টা**)**	৬.৯-১৩.৫
বাতাসের দিক	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম
মেঘের অবস্থা	পরিষ্কার

কৃষি আবহাওয়া পরার্মশ:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-19) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরার্মশ:
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক র্নিদেশনা মেনে চলুন।
আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরার্মশ**:**
উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের র্বধিতাংশ পশ্চিম বঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের র্পূবাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সব ন্ত জেলার কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রী সে: হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রী সে: বৃদ্ধি পেতে পারে। পরবর্তী

৭২ ঘন্টায় আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরার্মশ প্রদান করা হলো।

বোরো ধান:

বীজতলা-

- বোরো ধানের বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা সন্ধ্যা থেকে সকাল র্পযন্ত পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন। তবে র্দীঘ সময় ধরে শৈত্য প্রবাহ চলতে থাকলে সেখানে দিনে এবং রাতে সবসময় পলিথিন দিয়ে চারা ঢেকে রাখতে হবে এবং বীজতলার উভয়পাশে পলিথিন আংশিক খোলা রাখতে হবে।
- প্রতিদিন সকালে জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে।
- চারা পোড়া বা ঝলসানো রোগ দমনের জন্ন রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিলিটার পানিতে ২মিলি আজোঅক্সিস্ট্রবিন বা পাইরাক্লোস্ট্রবিন ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজতলায় বিকালে স্প্রে করতে হবে।
- বীজতলায় চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতক জমিতে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগের পরও চারা সবুজ না হলে প্রতি শতক জমিতে ৪০০গ্রাম হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন। হাত জাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন। আক্রমণ বেশী দেখা দিলে হেক্টর প্রতি ১২৫ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড প্রয়োগ করুন।
- থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত জমিতে নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করুন। আক্রমন বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১.১২ লিটার ম্যালাথিয়ন অথবা ১.৭ কেজি র্কাবারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোর্কাব / এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।

গম:

- চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর) প্রথম সেচ, শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) দ্বিতীয় সেচ এবং দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) তৃতীয় সেচ প্রদান করুন।
- গমের পাতার মরিচা রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে প্রোপিকোনাজল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে অথবা টেবুকোনাজল প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- গমের জমিতে গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে র্কাবেন্ডাজিম অথবা র্কাবোক্সিন+থিরাম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় মাটিতে স্প্রে করতে হবে।
- বৃষ্টির কারণে গমের শীষ ১২-২৪ ঘণ্টা ভেজা ও তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রী সে. অথবা এর অধিক হলে ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণ হতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং ১২-১৫ দিন পর আর একবার প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ জি অথবা নভিটা ৭৫ ডব্লিউ জি মিশিয়ে জমিতে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

আলু:

- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।
- কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাল্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। পোকার উপদ্রব বেশি হলে ফেরোমন ফাঁদ এবং কীড়া দমনের জন্য বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটিতে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- র্বতমান আবহাওয়ায় লেট ব্লাইট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায় রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭ দিন পর পর ম্যানকোজেব গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে আক্রান্ত জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া র্পযন্ত সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। নিজের বা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে রোগ দেখা দেওয়া মাত্র অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

সরিষা:

- বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (গাছে ফুল আসার আগে) প্রথম সেচ এবং ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- সরিষা গাছে ফুল ও ফল আসার সময় জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙে ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে ২-৩ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে ছেঁকে ৭ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে।
- ঠান্ডা ও র্আদ্র আবহাওয়ায় সরিষায় কান্ড পচা রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল ২.০ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩ বার (বৃদ্ধি র্পযায় ,ফুল ও পড গঠন র্পযায় র্পযায়ে) প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় র্নিদিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লাউ জাতীয় সবজিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিলে হেক্সাকোনাজল অথবা মেনকোজেব প্রয়োগ করুন।
- শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করুন।
- মরিচে থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আঠালো সাদা ফাঁদ (প্রতি হেক্টরে ৪০ টি) ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আক্রমণ বেশি হলে ফিপ্রোনিল বা ডাইমেথয়েট ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে স্প্রে করা যেতে পারে।

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্ত:পরির্চযা করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- কলার বিটল পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোর্কাব (এমআইপিসি) গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- নারিকেলের মাকড় দমনের জন্য আক্রান্ত গাছের কচি ডাব কেটে পুড়িয়ে ফেলে গাছে মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে। এর সাথে আশেপাশের কম বয়সী গাছের কচি পাতাতেও মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে খড়ের পাশাপাশি ঘাস, পাতা বা দানাদার খাদ্য বিশেষ করে খৈল ও ডালের ভূষি দিতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- ঠান্ডা প্রতিরোধে মেঝেতে বিচালি এবং বাতাস থেকে রক্ষার জন্য কালো পলিথিন বা বস্তা গোয়াল ঘরের চারপাশে ব্যবহার করা যেতে পারে।

হাঁস মুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁস মুরগীকে নিয়মিত টীকা দিন।
- হাঁসমুরগীর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- বাতাস থেকে রক্ষার জন্য কালো পলিথিন বা বস্তা খোয়াড়ের চারপাশে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মৎস্য:

- শীতের শুরুতে বিক্রির উপযোগী বড় মাছ ধরে বিক্রি করুন।
- সকল প্রকার সার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন ও খাদ্য প্রয়োগ কমিয়ে দিন।
- পুকুর পাড়ের ডালপালা ও আগাছা পরিষ্কার করে পুকুরে র্পযাপ্ত রোদের ব্যবস্থা করুন।
- নতুন করে মাছ মজুদ করা ও অন্য পুকুর বা বিলের পানি প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকুন।
- পিএইচ মান ও পানির গভীরতা অনুযায়ী শতাংশ প্রতি ৩০০-৫০০ গ্রাম চুন ও লবন প্রয়োগ করুন।
- যথাসম্ভব ভাসমান খাদ্য প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন ছাড়া জাল টানা যাবে না। প্রয়োজনে জাল কড়া রোদে শুকিয়ে / জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করুন।